...জন প্রভৃতি।

- ## ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও শিক্ষা (Personality Development and Education)

ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির বংশগতি ও পরিবেশের পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার ফলেই গড়ে ওঠে। তাই ব্যক্তিত্বের বিকাশে শিশুর পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজ পরিবেশের ভূমিকাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। অন্যদিকে শিক্ষা প্রক্রিয়া হল ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ ঘটানোরই নামান্তর মাত্র। তাই পিতামাতা, শিক্ষক সকলকে নানান শিক্ষা উপকরণ বা সামগ্রীর সাহায্যে শিশুর সুষম বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের সুস্থ জীবনাদর্শের লক্ষ্যে বিদ্যালয়কে সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ইতিবাচক সংলক্ষণ যেমন—সামাজিকতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সততা চারিত্রিক স্থিরতা প্রভৃতির সুষ্ঠু বিকাশে সহায়তা করতে হবে। ঠিক একইভাবে অন্যদিকে নেতিবাচক সংলক্ষণগুলির উদ্গামনের ব্যবস্থা করা উচিত।

এরিকসনের মতে মনোসামাজিক দ্বন্দ্বের সুষ্ঠু মীমাংসার ফলেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়, তাই বিদ্যালয় পরিবেশ এমন হওয়া উচিত যাতে ব্যক্তি এই দ্বন্দ্বের ফলকে সহজ ও সার্থকভাবে অতিক্রম করতে পারে। ঠিক একইভাবে ম্যাসলোর আত্মপ্রকাশ তত্ত্বে ব্যক্তির চাহিদা পূরণের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তির প্রাথমিক চাহিদা পূরণের মধ্য দিয়েই ব্যক্তি অস্তিত্ব রক্ষা থেকে শুরু করে দৈহিক, মানসিক, জ্ঞানমূলক, আত্মশ্রদ্ধা ও পরিশেষে আত্মপ্রকাশের (self-actualization)

রূপ নেয়। ব্যক্তির পরিপূর্ণ আত্মস্ফুরণ ঘটায়। তাই বিদ্যালয়ে এমন পরিবেশ-পরিস্থিতির সৃষ্টি করা প্রয়োজন যাতে শিশুরা তাদের প্রাথমিক চাহিদার যথাযথ পরিতৃপ্তি ঘটিয়ে ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়।

- **ব্যক্তিসত্তা পরিমাপক বিভিন্ন প্রকার কৌশল (Techniques and Methods of Assessment of Personality) ঃ**

ব্যক্তিসত্তার পরিমাপক কৌশলগুলিকে সংগঠিত আকারে বিন্যস্ত করা কঠিন। এখানে বিভিন্ন কৌশলগুলিকে উল্লেখ করা হল—

(i) পর্যবেক্ষণ (Observation)

(ii) প্রশ্নগুচ্ছ (Questionaire)

(iii) সাক্ষাৎকার (Interview)

(iv) ব্যক্তিসত্তা পরিমাপক অভীক্ষা (Personality Inventories)

(v) প্রক্ষেপণ অভীক্ষা (Projective Test)

(vi) রেটিং স্কেল (Rating Scale)

(vii) সমাজমিতিমূলক পদ্ধতি (Sociometric Method)

(viii) কেস স্টাডি (Case Study)

(ix) অ্যানেকডোটাল রেকর্ড (Annecdotal Record)

(x) আত্মজীবনী (autobiography)

- **রর্সা ইঙ্ক-ব্লট অভীক্ষা (Rorschach Ink-blot Test) ঃ**

সুইস মনোচিকিৎসক হারম্যান রর্সা (Herman Rorschach) 1921 সালে এই অভীক্ষাটি প্রস্তুত করেন। ব্যক্তিত্ব পরিমাপের ক্ষেত্রে এটি একটি বহুল প্রচলিত অভীক্ষা। একটি কাগজের উপর কালি ঢেলে সেটিকে ঠিক মাঝ বরাবর ভাঁজ করা হয়, ফলে কাগজটিতে সমান দুটি ভাগে বিভক্ত একটি অর্থহীন ছবি (কালির দাগ) তৈরি হয়। বিভিন্ন রঙের এইরূপ 10টি ছবি নিয়ে এই অভীক্ষা গঠিত। অভীক্ষার্থীকে পর্যায়ক্রমে একের পর এক ছবিগুলি দেখানো হয় এবং এইগুলি দেখে তার মনের ভাবনাচিন্তাকে ব্যক্ত করতে বলা হয়। অর্থাৎ ছবিগুলিকে দেখিয়ে অভীক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে সে ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছে বা ছবি সম্পর্কে তার ধারণা কী? এখন প্রত্যেকটি ছবির প্রতিক্রিয়াগুলিকে সংগ্রহ করা হয় এবং বিশ্লেষণ করা হয়।

এই বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মূলত (i) অবস্থান (Location) (ii) বৈশিষ্ট্য (Determinant) এবং (iii) বিষয়বস্তুর (Content) উপর আলোকপাত করা হয়।

❑ **অবস্থান (Location)** — অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য বলতে বোঝায় অভীক্ষার্থী ছবির কোনো অংশ দেখে উত্তর দিচ্ছে অর্থাৎ ছবিটিকে সামগ্রিকভাবে দেখছে না আংশিকভাবে দেখে উত্তর দিচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করা।

❑ **বৈশিষ্ট্য (Determinant)** — এক্ষেত্রে ছবির রঙ, শেড, গতি প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

❑ **বিষয়বস্তু (Content)** — বিষয়বস্তু বলতে বোঝায় অভীক্ষার্থী ছবিগুলিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কী ধরনের বিষয়বস্তুর উপর গুরুত্ব দিচ্ছে যেমন - মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি সেদিকে নজর দেওয়া।

অভীক্ষার্থীর দেওয়া উপরোক্ত প্রতিক্রিয়াগুলিকে বিশ্লেষণ করে তার ব্যক্তিত্ব নির্ণয় করা হয়। যে সব অভীক্ষার্থী ছবিগুলিকে সামগ্রিকভাবে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করে প্রতিক্রিয়া জানায় তাদের বুদ্ধিমান, স্থিরচিত্ত, বাস্তববাদী, চিন্তন ক্ষমতার অধিকারী ইত্যাদি বলে মনে করা হবে। যারা ছবিগুলিকে আংশিকভাবে দেখে প্রতিক্রিয়া জানায় তাদের দুর্বলচিত্ত বলে অভিহিত করা হয়। আর যারা রঙের উপর বেশি গুরুত্ব দেয় তারা আবেগপ্রবণ হয়। কল্পনাশক্তি ও বাস্তববোধ বুদ্ধি যাদের কম তারা অধিকাংশ ছবিগুলিকে জীবজন্তু, গাছপালা ইত্যাদির সঙ্গে তুলনা করে থাকে। আবার স্বল্পবুদ্ধি বা ক্ষীণবুদ্ধি সম্পন্নদের চিন্তাভাবনার মধ্যে কোনো নতুনত্ব থাকে না, সব ছবির প্রতিক্রিয়া প্রায় একইরকমভাবে দিয়ে থাকে।

রর্সা ইঙ্ক-ব্লট অভীক্ষার উদাহরণ

- **থিমেটিক অ্যাপারসেপসন টেস্ট (Thematic Apperception Test-TAT) ঃ**

থিমেটিক অ্যাপারসেপসন টেস্ট বা কাহিনি সংপ্রত্যক্ষণ অভীক্ষাটি 1935 সালে মনোবিদ্ Murray এবং তাঁর সহযোগীরা প্রস্তুত করেন। এই অভীক্ষায় উপাদান বা

উদ্দীপক হিসাবে 19টি ছবি সম্বলিত কার্ড ব্যবহার করা হয়। এই কার্ডগুলির মধ্যে 18টিতে অর্থপূর্ণ ছবি থাকে আর বাকি একটি কার্ড সম্পূর্ণ সাদা থাকে। অভীক্ষার্থীকে এক-এক করে কার্ডগুলি দিয়ে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলা হয় এবং প্রত্যেক কার্ডের ছবির পরিপ্রেক্ষিতে এক-একটি কাহিনি রচনা করতে বলা হয়। পরিশেষে, অভীক্ষার্থীকে সাদা কার্ডটি দিয়ে একটি ছবি কল্পনা করে একটি পৃথক কাহিনি রচনা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

অভীক্ষার্থীর কল্পনাপ্রসূত রচনাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রত্যেক কাহিনির সঙ্গে নিজের চরিত্র বা ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকগুলিকে সে অবচেতন মনেই যুক্ত করে ফেলে। অর্থাৎ এই কাহিনিগুলি বিশ্লেষণ করেই ব্যক্তি বা অভীক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণগুলিকে চিহ্নিত করা হয়; তার একীভবনের (identification) জায়গাগুলিকে খুঁজে বের করা হয়।

এই ধরনের কাহিনি সংপ্রত্যক্ষণ অভীক্ষা ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের জন্যও গঠন করা হয়েছে যাদেরকে 'শিশুদের অ্যাপারসেপসন অভীক্ষা' (Children Apperception Test CAT) বলা হয়।

কাহিনি সংপ্রত্যক্ষণ অভীক্ষার একটি নমুনা-কার্ড